দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 27 JUL 2005

২০০৬ থেকে মাধ্যমিকে অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা

॥ সাহাবুল হক ॥

মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার আর বিভাজন থাকছে না। থাকছে না আলাদা আলাদা করে বিজ্ঞান, মানবিক এবং বাণিজ্য পড়ার সুযোগ। সকল ছাত্র-ছাত্রীকেই একই বিষয় পড়তে হবে। মাধ্যমিক পাস করার পরেই তবে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের ইচ্ছামতো বিভাগ অনুযায়ী পড়ার সুযোগ পাবে। ২০০৬ সাল থেকে এ পদ্ধতি কার্যকর হবে। অর্থাৎ ২০০৮ সালে যারা মাধ্যমিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবে তারাই হবে একমুখী শিক্ষার প্রথম ব্যাচ।

গত ১২ জুলাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে ২০০৬ থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ে একমুখী শিক্ষা চালু এবং বিদ্যমান বহুমুখী শিক্ষাক্রম রহিত করা হয়। একমুখী শিক্ষা চালুর মাধ্যমে ৪৩ বছরের পুরনো বহুমুখী শিক্ষাক্রম উঠে গেল। ১৯৬২ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ে বহুমুখী শিক্ষাক্রমের প্রবর্তন ঘটেছিল।

জানা যায়, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক পর্যায়ে একমুখী শিক্ষা চালুর ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা শুরু করে। পরবর্তীতে মনিরুজ্জামান মিঞা শিক্ষা কমিশন মাধ্যমিকে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টি পর্যালোচনা, এর যুগোপযোগিতা এবং সিলেবাস প্রণয়নের দায়িত্ব দেন এনসিটিবি এবং মাধ্যমিক শিক্ষা খাত মানোন্নয়ন প্রকল্পকে (সেসিপ)। এনসিটিবি তাদের ২৬ জন (২য় পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

২০০৬ থেকে

(প্রথম পৃঃ পর)

বিশেষজ্ঞকে সিলেবাস প্রণয়নসহ আনুষঙ্গিক বিষয়ের উপর ঢাকায় এবং মালয়েশিয়ায় প্রশিক্ষণ দেয়। এ সময় সেসিপ এবং এনসিটিবির সদস্যরা আঞ্চলিক ৮টি দেশ ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, ফিলিপাইন এবং বহির্বিশ্বের ৫টি উন্নত দেশ ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ড, জার্মানী ও যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা করে। এক্ষেত্রে দেখা যায় পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর এবং নেদারল্যান্ডস ছাড়া বাকী সব দেশেই একমুখী শিক্ষাক্রমের প্রচলন রয়েছে। একই সময়ে বর্তমানে প্রচলিত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সম্পর্কে একটি সামগ্রিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে পরামর্শ দানের জন্য দেশের খ্যাতনামা ৮ জন বিশেষজ্ঞ দিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ উপ-কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত বিশেষজ্ঞ উপ-কমিটি মাধ্যমিক স্তরের একমুখী শিক্ষাক্রমের নকশা, কাঠামো ও সাধারণ শিক্ষা উপ-ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা ও পর্যালোচনা করে একমুখী শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের সুপারিশসহ তাদের প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পেশ করে। প্রতিবেদনে বলা হয়, বর্তমান ব্যবস্থায় মাত্র ১৩ বছর বয়সেই একজন শিক্ষার্থীকে শিক্ষার বিশেষ শাখা বেছে নিতে বাধ্য করা হয়। এই অপরিণত বয়স একজন শিক্ষার্থীর জন্য এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সহায়ক নয়। চলমান পদ্ধতিতে তিনটি শাখা চালু থাকায় শিক্ষার্থীগণের মধ্যে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠছে না। তাদের মধ্যে এক ধরনের খণ্ডিত ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠছে।

নতুন পদ্ধতিতে ১২০০ নম্বরের সিলেবাস নির্ধারণ করা হয়েছে। ১১টি বিষয় থাকবে আবশ্যিক এবং একটি বিষয় ঐচ্ছিক। ১১শ' নম্বরের মধ্যে রয়েছে বাংলা-২০০, ইংরেজী-২০০, গণিত-১০০, ধর্ম শিক্ষা-১০০, সামাজিক বিজ্ঞান (প্রথম পত্রঃ ইতিহাস ও ভূগোল-৭৫, দ্বিতীয় পত্রঃ সমাজ বিজ্ঞান ও পৌরনীতি ও অর্থনীতি-৭৫)-১৫০, সাধারণ বিজ্ঞান প্রথম পত্রঃ ভৌত বিজ্ঞান- ৭৫, দ্বিতীয় পত্রঃ জীব বিজ্ঞান ৭৫)-১৫০, ব্যবসায় শিক্ষা-১০০। কৃষিশিক্ষা/গার্হস্থ্য অর্থনীতি/ কম্পিউটার শিক্ষা-১০০ এবং ঐচ্ছিক বিষয়ে ১০০ নম্বর। ঐচ্ছিক বিষয়ের মধ্যে রয়েছে উচ্চতর গণিত, কম্পিউটার, বাণিজ্যিক ভূগোল, বেসিক ট্রেড, সঙ্গীত, চারু ও কারুকলা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা।